ফয়যানে ইমাম বুখারী

31-May-2019

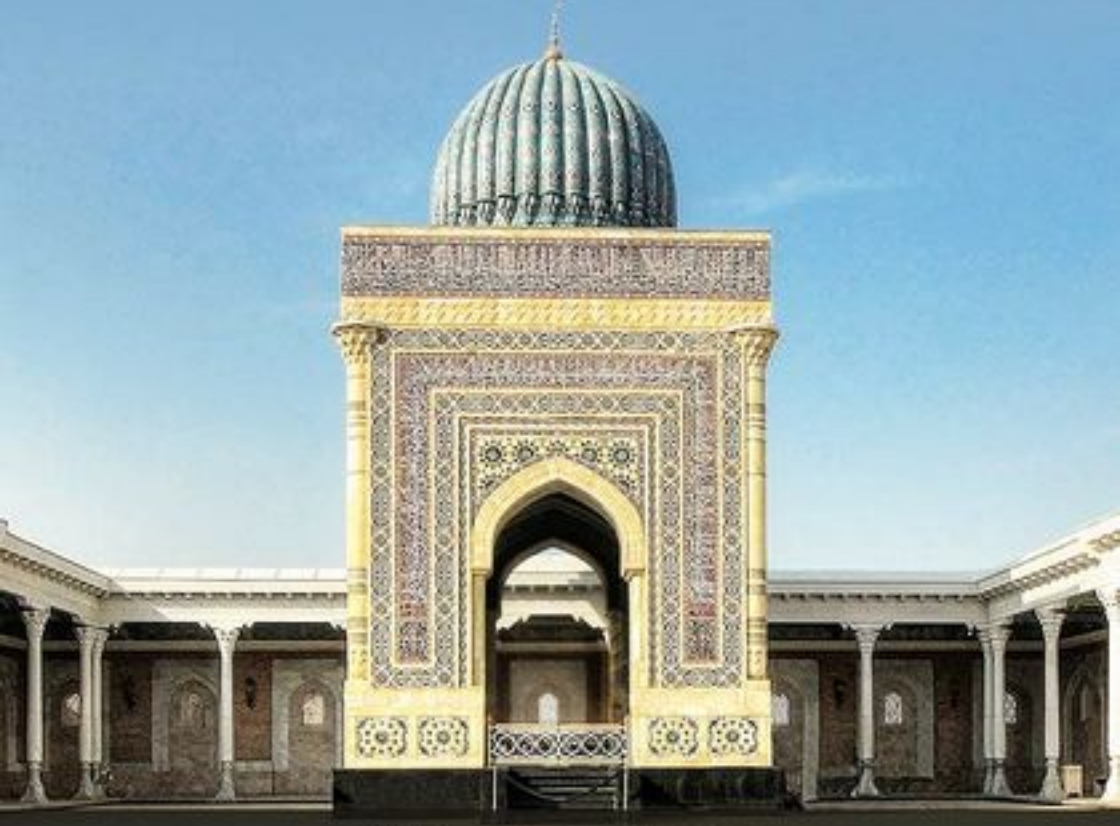

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরূদ শরীফ আমার নিকট পৌঁছে যায়। **(মু'জামুল কবীর, ৩/৮২, নম্বর- ২৭২৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে

বেঁচে থাকবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মুহাদ্দীসিনে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ঐ সম্মানিত ব্যক্তিত্ব যাদের শান ও মহত্ব এবং মর্যাদা অনেক উচ্চতর, এই ব্যক্তিত্বরা আশিকে রাসূলের প্রেরণায় উদ্দেলিত হয়ে নিজের সারা জীবন হাদীসে পাকের প্রচার ও প্রসারে (Propagation) অতিবাহিত হয়। এই সকল বুযুর্গ ব্যক্তিত্বদের মাঝে যে মান ও মর্যাদা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নসীব হয়েছে তার উদাহরন তিনি নিজেই। যেহেতু শাওয়ালুল মুকাররমের মুবারক মাসে তাঁর জন্ম হয়েছিলো এবং এই মাসেই তাঁর ওরসও উদযাপন করা হয়। সেহেতু এরই প্রসঙ্গে আজ আমরা প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তাঁর পবিত্র চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আসুন! প্রথমেই হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইবাদতের আগ্রহ সম্পর্কে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করে নিজের মাঝে ইবাদতের আগ্রহকে জাগ্রত করার চেষ্টা করি।

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইবাদতের আগ্রহ

একবার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে তাঁরই কিছু শাগরেদ দাওয়াত দিলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাশরীফ নিয়ে গেলেন, যখন যোহরের নামাযের সময় হলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নামায পড়লেন, অতঃপর নফল নামায পড়া শুরু করে দিলেন, যখন শেষ করলেন তখন জামার এক পাশ উঠিয়ে কাউকে বললেন: দেখো! আমার জামার ভেতর কি? দেখা

গেলো একটি বিষাক্ত পোকা, যা ষোল বা সতের স্থানে ছোবল মেরেছিলো, যার কারণে তাঁর শরীর মুবারক ফুলে গিয়েছিলো। লোকেরা বললো: যখন সে প্রথম ছোবল মেরেছিলো আপনি তখনই নামায ছেড়ে দিলেন না কেন? বললেন: আমি একটি সূরা শুরু করেছিলাম, মন চাইলো যে, তা সমাপ্ত হয়ে যাক (তারপরই সালাম ফিরাবো)। (তারিখে বাগদাদ, ২/১৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! মুহাদ্দীসের সংজ্ঞা শ্রবণ করি।

মুহাদ্দীসের সংজ্ঞা

যে ব্যক্তি হাদীসে নববীতে ব্যস্ত ও লিপ্ত হয় তাকেই মুহাদ্দীস বলা হয়ে থাকে। (নুযহাতুন নযর ফি দ্বীহে নাখবাতুল ফিকির, ৪১ পৃষ্ঠা)

জন্ম ও বংশ পরিক্রমা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জন্ম প্রসিদ্ধ শহর বুখারায় ১৩ শাওয়াল ১৯৪ হিজরীতে শুক্রবার আসরের নামাযের পর হয়। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নাম মুহাম্মদ এবং উপনাম ছিলো আবু আব্দুল্লাহ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো: মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ইব্রাহিম বিন মুগীরা। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পিতামহ মুগীরা ক্ষেত খামার করতো এবং **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতো, কিন্তু পরে বুখারার শাসক **"ইয়ামান জু'ফার"** এর হাতে ইসলাম গ্রহন করে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রায় ৬২ বছর বয়স পেয়েছেন এবং ১লা শাওয়াল ২৫৬ হিজরী শনিবার ঈদুল ফিতরের রাতে অসুস্থতা অবস্থায় ওফাত গ্রহন করেন। সমরকন্দ (উজবেকিস্থান) থেকে কিছু দূরে **"খরতঙ্ক"** নামক লোকালয়ে তাঁর আলিশান মাযার মুবারক বিদ্যমান।

(আশিয়াতুল লুমআত, ১/৯-১৩)(ইরশাদুস সারি, তরজুমাতিল ইমাম বুখারী, ১/৫৫-৫৬)

উপাধী সমূহ

আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদীস, হাফিযুল হাদীস, মুহাদ্দীস, মুফতী, হিবরুল ইসলাম ইত্যাদি তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধী। (মাদানী আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি রওশন ফয়সালে, ৪৪ পৃষ্ঠা)

তাঁর ওস্তাদের সংখ্যা

(হযরত সায়্যিদুনা) ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ওস্তাদে কিরামের সংখ্যা এক হাজার আশি (১০৮০) জন। (নুজহাতুল ক্বারী, ১/১১৯)

তাঁর শাগরেদের সংখ্যা

আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: (হযরত সায়্যিদুনা) ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ইন্তিকালের সময় নব্বই হাজার (৯০,০০০) মুহাদ্দীস শাগরেদ (হাদীস শাস্ত্র জানা) রেখে গেছেন। (মলফুযাতে আলা হযরত, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

তাঁর সম্মানিত পিতার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সম্মানিত পিতা জবরদস্ত আলিমে দ্বীন ছিলেন, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ওস্তাদ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সহচর্যে থাকতেন, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণনাকারী ও হাদীস শাস্ত্র জ্ঞাত ছিলেন, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِمَا, তাঁদের শাগরেদ এবং সেই যুগের হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞাতদের থেকে বর্ণনা করতেন, তাঁর দোয়া অনেক বেশি কবুল হতো, এমনকি **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে আরয করতেন যে, আমার সব দোয়া দুনিয়াতেই কবুল করো না, কিছু আখিরাতের জন্যও রেখে দিও, হালাল খাবারের প্রতি এমন কঠোন ছিলেন যে, হারাম তো হারামই সন্দেহযুক্ত জিনিষ থেকেও বিরত থাকতেন, এমনকি প্রকাশ্য ওফাতের সময় বলেন: আমার নিকট যতটুকু সম্পদ রয়েছে, তাকে একটি দিরহামও সন্দেহযুক্ত নয়।

(নুজহাতুল ক্বারী, ১/১০৭)(ইরশাদুস সারি, তরজুমাতিল ইমাম বুখারী, ১/৫৫)

ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসলো

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তখনও অল্প বয়সি ছিলেন যে, তাঁর সম্মানিত পিতা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ইন্তিকাল হয়ে গেলো এবং তাঁর লালন পালনের সকল দায়িত্ব তাঁরই সম্মানিতা আম্মাজান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا পালন করেন। শিশুকালেই হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর চোখের দৃষ্টি শক্তি চলে

যায়। সম্মানিতা আম্মাজান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا এই কষ্টে কাঁদতে থাকেন এবং কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে থাকেন। এক রাতে ঘুমানোর সময় ভাগ্যের নক্ষত্র চমকে উঠলো, মনের চোখ খুলে গেলো, স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তাশরীফ নিয়ে এসেছেন এবং বলছেন যে, **"আপনি আপনার সন্তানের চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসার জন্য দোয়া করতে থাকতেন। মুবারক হোক যে, আপনার দোয়া কবুল হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা আপনার সন্তানের চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।"** যখন সকাল হলো তখেন দেখা গেলো যে, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দৃষ্টি শক্তি ফিরে এসেছে। (তাফহিমুল বুখারী, ১/৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, **আল্লাহ তায়ালা** মায়ের দোয়ায় কিরূপ প্রভাব রেখেছেন যে, মা যখন সন্তানের জন্য দোয়া করেন তখন **রব তায়ালা** তার উঠানো হাতের সম্মান রাখেরন এবং সন্তানের হকে তার দোয়া কবুল করেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ মা হলো সেই দয়ালূ ব্যক্তি যে সন্তানের জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করে থাকেন, মায়ের দোয়া জান্নাতে নিয়ে যায়, মায়ের দোয়া **রব তায়ালার** অনুগত বনিয়ে দেয়, মায়ের দোয়া বিপদাপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, মায়ের দোয়া সন্তানকে বেলায়তের মর্যাদায় পৌঁছে দেয়, মায়ের দোয়া সন্তানের কিসমত সজ্জিত করে দেয়, মায়ের দোয়া সন্তানের হকে কবুল হয়ে থাকে, মায়ের দোয়া সফলতা প্রদান করে থাকে, মায়ের দোয়া রহমত অবতীর্ণ করে, মায়ের দোয়া গুনাহ ক্ষমা হওয়ার মাধ্যম, মায়ের দোয়ার বরকতে **রব তায়ালা** সন্তান থেকে বিপদাপদ এবং পেরেশানি দূর করে দেয়। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে আমাদের মায়ের খেদমত করার, তাঁদের আনুগত্য করার, তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখার এবং তাঁদের থেকে দোয়া অর্জনকারী কাজ করার তৌফিক ও সৌভাগ্য নসীব করুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যদি আমরা মুহাদ্দীসিনে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام পবিত্র জীবনি নিরীক্ষণ করি, তবে তাঁদের পবিত্র জীবনে আমরা এই মাদানী ফুল

ঝলমল করতে দেখবো যে, এই সকল ব্যক্তিরা হাদীসের জ্ঞানার্জনের জন্য এবং রাসূলের হাদীসের ফয়েযকে প্রসার করার জন্য নিজের সবকিছু উৎসর্গ করে দিয়েছেন, এমনকি এই পথে নিজের ঘর বাড়িকেও বিদায় জানিয়ে দূরের কোন দেশে এবং শহরে সফর করে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যেহেতু স্মরনিয় বুযুর্গ ছিলেন, সেহেতু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মুহাদ্দীসিনে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে এই উদ্দেশ্যে নিজের দেশ ছাড়লেন, দূর দূরান্তের শহর সফর করলেন এবং খুবই অল্প সময়েই হাদীসের মাঠের নিজের সক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার করেন। আসুন! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জ্ঞানার্জনের আগ্রহের কয়েকটি ঝলক অবলোকন করি।

শিক্ষাকাল

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বয়স যখন দশ বছর হলো তখন প্রাথমিক ও প্রয়োজনিয় শিক্ষা অর্জন করে নিয়েছিলেন, **আল্লাহ তায়ালা** তাঁর অন্তরে হাদীসের জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **"বুখারা"**য় (হাদীসের জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি মাদরাসায়) ভর্তি হয়ে গেলেন, হাদীসের জ্ঞান কঠোর পরিশ্রম করে অর্জন করেন, ষোল বছর বয়সে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর বড় ভাই এবং আম্মাজানের সাথে হজ্ব করার জন্য মক্কা মদীনায় উপস্থিত হন, আম্মাজান এবং ভাই তো হজ্ব সম্পাদন করে দেশে ফিরে যান কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরো জ্ঞানার্জনের জন্য সেখানেই রয়ে যান এবং আঠারো (১৮) বছর বয়সে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেখাই একটি কিতাব রচনা করেন। **(আরশাদুস সারি, তরজুমাতিল ইমাম বুখারী, ১/৫৬) (তাযকিরায়ে মুহাদ্দীসিন, ১৭২ পৃষ্ঠা)**

জ্ঞানার্জনের জন্য সফর

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ছয় বছর পবিত্র হিজাজে (অর্থাৎ আরব শরীফের ঐ অংশ, যেখানে মক্কায়ে পাক, মদীনায়ে পাক এবং তায়েফের এলাকা অন্তর্ভূক্ত) অবস্থান করে জ্ঞানার্জন করেন। জ্ঞানার্জন করার জন্য তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অনেক সফর করেছেন, দুইবার সিরিয়া, মিশর এবং জাজিরা,

চারবার বসরা এবং কয়েকবারই (ইরাকের শহর) কুফা এবং বাগদাদেও তাশরীফ নিয়ে যান। (সিয়রে আলামুন নিবালা, ১০/২৮৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের যেসকল নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেন, তার মধ্যে একটি হলো **"মুখস্ত রাখার ক্ষমতা"**। যার মাধ্যমে মানুষ সারা দুনিয়ার জ্ঞানকে নিজের মস্তিষ্কের মেমোরীতে সহজেই সংরক্ষন করে নেয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং এর দ্বারা পরিপূর্ণ উপকারীতা অর্জন করে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কেও সেই সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়, যাঁদেরকে **আল্লাহ তায়ালা** মুখস্ত রাখার নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **আল্লাহ তায়ালার** দরবার থেকে পাওয়া এই মহান নেয়ামত এবং অনন্য স্মরনশক্তির মাধ্যমে হাজারো হাদীসে মুবারকা নিজের অন্তর মস্তিষ্কে সংরক্ষন করে নিয়েছিলেন। আসুন! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুখস্ত শক্তির সক্ষমতার কয়েকটি ঝলক শ্রবণ করি।

এক হাজার হাদীস মুখস্ত বর্ণনা করে দিলেন

একবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (খুরাসানের একটি প্রসিদ্ধ শহর) বলখে গমন করেন, লোকেরা তাঁর নিকট হাদীস শুনানোর অনুরোধ করলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক হাজার (১০০০) হাদীসে মুবারাকা মুখস্ত বর্ণনা করে দিলেন। (সিয়রে আলামুন নাবালা, ১০/২৮৯)

১৬ দিনে ১৫ হাজার হাদীস শরীফ

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আবী হাতিম ও হযরত সায়্যিদুনা হাশিদ বিন ইসমাঈল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمَا বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অল্প বয়সেই আমাদের সাতে হাদীসের জন্য বসরা শহরের ওলামায়ে কিরামের খেদমতে উপস্থিত হতেন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ছাড়া আমরা সকল সাথীরা হাদীস শরীফ সংরক্ষনের জন্য লিখে নিতাম, ষোল দিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন আমরা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ধমক

দিলাম যে, হাদীস শরীফ সংরক্ষন না করে এতদিনের প্রয়িশ্রম নষ্ট করে দিলে। একথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমাদেরকে বললেন: আচ্ছা তোমরা তোমাদের লিখিত পৃষ্ঠাগুলো নিয়ে এসো, সুতরাং আমরা নিজ নিজ পৃষ্ঠাগুলো নিয়ে আসলাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাদীস মুনাতে মুরু করলেন, এমনকি তিনি পনের হাজার (১৫০০০) এর চেয়েও বেশি হাদীস বর্ণনা করলেন, যা শুনে আমাদের মনে হলো যে, এই বর্ণনাগুলো যেনো হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ই আমাদের লিখিয়েছেন। **(ইরশাদুস সারি, তরজুমাতিল ইমাম বুখারী, ১/৫৯)**

সত্তর হাজার হাদীসের হাফিয

একবার হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সালাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সালাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে বললেন: যদি আপনি কিছুক্ষণ আগে আসতেন তবে আমি আপনাকে সেই শিশুকে দেখাতাম, যার সত্তর হাজার (৭০০০০) মুখস্ত। এই আশ্চার্য জনক কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অন্তরে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ সৃষ্টি হলো, সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সালাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবার থেকে বিদায় নেয়ার পর হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে খুঁজতে লাগলেন, যখন (হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে) সাক্ষাত হলো তখন হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: সেই সত্তর হাজার (৭০০০০) হাদীস মুখস্তকারী কি আপনি? একথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরয করলেন: জি হ্যাঁ! আমার তো এর চেয়েও বেশি হাদীস মুখস্ত এবং যে সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আর তাবেঈনদের থেকে হাদীস বর্ণনা করি, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই জন্ম তারিখ, বাসস্থান এবং ওফাতের তারিখও জানি।

(ইরশাদুস সারি, তরজুমাতিল ইমাম বুখারী, ১/৫৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللّٰه! আপনারা শুনলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুখস্ত শক্তি কিরূপ শানদার ছিলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাল্যকালেই শুধু সত্তর হাজার (৭০০০০) এর চেয়েও বেশি হাদীসে মুবারাকা মুখস্ত করেননি বরং সেই হাদীস সমূহের বর্ণনাকারী অধিকাংশ বুযুর্গের জন্ম তারিখ, বাসস্থান এবং ওফাতের তারিখও মুখস্ত করে নেন, নিঃসন্দেহে এটি **আল্লাহ তায়ালার** বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ ফয়যান ও উৎকর্ষতা যে, লোকেরা তাঁর মুখস্ত শক্তির সক্ষমতার প্রশংসা করতেন, আর আজ আমাদের মুখস্ত শক্তি খুবই দূর্বল হয়ে যাচ্ছে, আমাদের তো বিগত দিনের সামান্য কথাও মনে থাকে না, ইংরেজি মাস ও এর তারিখ তো মনে থাকে কিন্তু আফসোস! মাদানী অর্থাৎ চন্দ্র মাস এবং এর তারিখের প্রতি উদাসীন থাকি, জিনিষের হিসাব নিকাশে প্রায় সমস্যার সম্মুখিন হয়ে যাই, নামাযের রাকাত সম্পর্কে সন্দেহে লিপ্ত হয়ে যাই যে, কত রাকাত পড়েছি আর কত রাকাত অবশিষ্ট রয়েছে, কোন কিতাব বা রিসালা কয়েকবার পড়ার পরও এর বিষয়বস্তু বা মাসআলা আমাদের মনে থাকে না। যাই হোক যদি আমরা আমাদের মুখস্ত শক্তিকে শক্তিশালী বানাতে চাই, ভূলে যাওয়া রোগ থেকে মুক্তি পেতে চাই, মুখস্ত শক্তিকে মজবুত করার পদ্ধতি জানতে চাই এবং ভূলে যাওয়ার রোগের কারণ জানতে চাই তবে এর জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"হাফিযা কেয়সে মজবুত হো?"** অধ্যয়ন করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

স্মরন শক্তি মজবুত করার সহজ অযীফা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْكَامِلِ وَعَلٰى اٰلِهٖ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهٖ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই দরূদ শরীফের ফযীলত উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলেন: যদি কোন ব্যক্তির ভুলে যাওয়ার রোগ হয়, তবে সে মাগরীব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে এই দরূদ শরীফটি বেশি বেশি করে পাঠ করবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্মরণশক্তি মজবুত হয়ে যাবে। (মাদানী পাঞ্জেসূরা, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাধারনত দেখা যায় যে, যখন কোন ব্যক্তি নিজের কোন কৃতিত্বের কারণে জনসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, তখন সে নিজেকে **"কিছু"** মনে করতে থাকে, অন্যদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে, নিজের কাজ কর্ম নিজের হাতে করতে লজ্জা ও অপমান মনে করে থাকে, দুনিয়াবী লোভ ও লালসা এবং আরো বেশি প্রসিদ্ধির ভূত তার উপর ভর করে বসে এবং সে দুনিয়াবী স্বাদে ডুবে আখিরাতের চিন্তা থেকে উদাসীন হয়ে যায়। কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতি! লাখো হাদীস মুখস্ত করে নেয়ার পরও অহঙ্কার ও গর্বকে কখনো তার নিকটেও আসতে দেননি, নম্রতা ও বিনয়ের আচঁল আঁকড়ে ছিলেন, একেবারে সাধাসিধে এবং ছাত্র জীবন থেকেই সাধনা ও অল্পেতুষ্টিতাকে আপন করে নেন।

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বিনয় ও নম্রতা

তাঁর বিশেষ শাগরেদ মুহাম্মদ বিন হাতেম ওয়াররাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বুখারার নিকট মুসাফিরদের অবস্থানের জন্য ঘর বানাচ্ছিলেন, খেদমতকারী এবং ভক্তরাও তাঁর সাথে ছিলেন, কিন্তু এরপরও তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের হাতেই ইট উঠিয়ে দেওয়াল বানাতে থাকেন, আমি অগ্রসর হয়ে বললাম: আপনি ছেড়ে দিন ইট আমিই লাগাচ্ছি। বললেন: কিয়ামতের দিন এই কাজ আমাকে উপকৃত করবে।

(ইরশাদুস সারি, তরজুমাতিল ইমাম বুখারী, ১/৬৫)

শুকনো রুটি খেতেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শিক্ষার্জন কালে অনেক সময় শুকনো ঘাস খেয়েও সময় অতিবাহিত করেন, কখনো কখনো একদিন সাধারনত শুধু দু'টি বা তিনটি রুটি খেতেন। একবার অসুস্থ হয়ে গেলেন, ডাক্তার বললেন যে, মুকনো রুটি খেতে খেতে তাঁর অন্ত্র শুকিয়ে গেছে, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ চল্লিশ (৪০) বছর পর্যন্ত শুকনো রুটি খাচ্ছেন এবং এই সময়ে তরকারীকে একেবারেই হাত লাগাননি। **(তাযকিরাতুল মুহাদ্দীসিন, ১৮৬ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো যে, **আল্লাহ** ওয়ালাদের ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য কিরূপ জবরদস্ত মাদানী প্রেরণা হতো, যারা তরকারী ছাড়াই শুকনো রুটি খেয়েও খুবই আগ্রহ সহকারে ইলমে দ্বীন অর্জনে লিপ্ত থাকতেন। আর বর্তমানে আমাদের সমাজ দুনিয়াবী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ডিগ্রি এবং সম্পদ উপার্জনের জন্য দিনরাত কর্মরত থাকতে দেখা যায়, কিন্তু দ্বীনি মাদরাসা ও জামেয়ায় উত্তম ও ফ্রি সুবিধা থাকার পরও পাঠকারীদের সংখ্যা খুবই কম আর অবস্থা এমন যে, অনেক লোক তো শরীয়তের মৌলিক ফরয ও ওয়াজিব সমূহ সম্পর্কেও উদাসিন। যেমনটি

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: ইলমে দ্বীন শিক্ষা অর্জন করা শুধু বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের কাজ নয় বরং নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। কিন্তু খুবই আফসোসের বিষয় হলো যে, বর্তমানে মুসলমানের একটি বড় অংশ ইলমে দ্বীন থেকে দূরে সরে আছে। নামাযিদের দিকে তাকালে দেখা যায় চল্লিশ বছর ধরে নামায পড়ার পরও অবস্থা এমন যে, কেউ অযু করতে জানে না, কারো গোসলের পদ্ধতি জানা নেই, কেউবা নামাযের ফরয সমূহ সঠিকভাবে আদায় করছে না, কেউবা ওয়াজিব কি জানে না, কারো কিরাত বিশুদ্ধ নয় তো কারো সিজদাই ভূল। এই অবস্থা অন্যান্য ইবাদতেও, বিশেষ করে যারা হজ্ব করেছে তারা জানে যে, হজ্বে কি ধরনের ভূল করা হয়! তাদের মধ্যে অধিকাংশই এমন যে, যাদেরকে এরূপ বলতে দেখা যায় যে, ব্যস! হজ্ব করতে চলে যাও, লোকেরা যেভাবেই করছে, আমরাও সেভাবেই করবো। যখন ইবাদতের এই অবস্থা তখন অন্যান্য ফরয জ্ঞানের কি অবস্থা হবে? শুধু তাই নয়, হিংসা, বিদ্ধেষ, ক্ষোভ, অহঙ্কার, গীবত, চুগলী, অপবাদ এবং জানিনা এমন কতটি কাজ রয়েছে, যঙার সম্পর্কে জানা ফরয। কিন্তু একটি বিরাট অংশ এর সংজ্ঞা বরং এর ফরয হওয়া সম্পর্কেও জ্ঞান নেই। এটা এমন বিষয় যার গুনাহ হওয়া সাধারনত লোকেরা জানে এবং ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন যেমন; ক্রয়-বিক্রয়, চাকরী, মসজিদ ও মাদরাসা এবং অন্যান্য অনেক বিষয় এমন, যার সম্পর্কে লোকেরা এটাও জানে না যে, এর কোন মাসআলাও আছে, ব্যস! চারিদিকে একটি আশ্চার্যজনক অবস্থা বিরাজ করছে, এমন পরিস্থিতিতে আমাদের উচিৎ যে, নিজেও ইলমে দ্বীন অর্জন করা এবং যাদের উপর তাদের ক্ষমতা রয়েছে তাদেরকেও ইলমে দ্বীন অর্জনের

উৎসাহ দেয়া। যদি প্রত্যেক পিতামাতা নিজ সন্তানদেরকে, সকল শিক্ষক তাদের ছাত্রদেরকে, সকল পীর সাহেব তাদের মুরীদদেরকে এবং সকল অফিসার এবং কর্মকর্তারা তাদের অধিনস্তদেরকে ইলমে দ্বীনের দিকে লাগিয়ে দেয় তবে কিছু দিনের মধ্যেই চারিদিকে ইলমে দ্বীনের উন্নতি ও প্রসার হয়ে যাবে আর মানুষের চালচলন সয়ংক্রিয় ভাবে শরীয়ত অনুযায়ীই হয়ে যাবে। বর্তমানে যে স্পর্শকাতর অবস্থা বিরাজ করছে, এর অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, একবার স্বর্ণকারদের একটি বড় অংশকে এক জায়গায় একত্রিত করা হলো, যখন তাদেরকে বিস্তারিত ভাবে এর পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা হলো তখন স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, বর্তমানে স্বর্ণ ও রূপার ব্যবসার যে পদ্ধতি চালু রয়েছে, তা প্রায় আশিভাগই শরীয়তের পরিপন্থি এবং বাস্তবতা এটাই যে, আমাদের অন্যান্য ব্যবসা ও চাকরীতেও এমনই অবস্থা বিরাজ করছে। যখন অবস্থা এতই বয়াবহ তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের দায়িত্ব অনুধাবন করতে পারবে, তাই প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই আবশ্যক যে, ইলমে দ্বীন শিখা এবং যথাসম্ভব অপরকেও শিখানো বা এই পথে পরিচালিত করা। **(সীরাতুল জিনান, ৬/২৯০)**

হাদীসে মুবারাকার সম্মান

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে এটাই বাস্তবতা যে, যার সাথে প্রেম হয়ে যায়, তার সাথে সম্পর্কীত প্রতিটি জিনিষও প্রিয় হয়ে যায়, যেমন; মাহবুবের ঘর, এর দেয়াল এমনটি মাহবুবের অলি গলির প্রতিও ভক্তির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অতঃপর যারা নবীর প্রেমে মত্ত হয়ে গেছে তারা তাঁর সাথে সম্পর্কীত হওয়ার কারণে তাঁর হাদীসে মুবারাকার প্রতি ভালবাসা কেনইবা রাখবে না এবং কেনইবা এর সম্মান ও আদব করবে না। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কেও ঐসকল উৎকর্ষময় ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভূক্ত করা হয় যারা আদব ও সম্মানের অনুসারী এবং সত্যিকার আশিকে রাসূল ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আদব ও সম্মানে আঁচল আকঁড়ে ধরে ইশকে মুস্তফার গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়ে লাখো হাদীসে মুবারাকা থেকে **"সহীহ বুখারী"** এর আকৃতিতে বিশুদ্ধ হাদীসে মুবারাকার অমূল্য ভান্ডার জমা করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতকে দান করেছেন। আসুন! এই কিতাবের শান ও মহত্ব সম্পর্কে শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর হাদীস লিখার ধরন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি **"সহীহ বুখারী"** তে প্রায় ছয় হাজার (৬০০০) হাদীস উল্লখ করেছি, প্রতিটি হাদীস লিখার পূর্বে গোসল করতাম, দুই রাকাত নফল নামায আদায় করতাম এবং ইস্তিখারা করতাম। যখন কোন হাদীস সহীহ হওয়াতে মন সায় দিতো তখনই তা কিতাবে অন্তর্ভূক্ত করে নিতাম। (হাদীসে সারি, ভূমিকা, ১/১০)(নুজহাতুল কারী, ১৩০ পৃষ্ঠা)

ছয় লক্ষ হাদীসের হাফিয

অপর এক স্থানে বলেন: আমার ছয় লক্ষ হাদীস মুখস্ত, যা থেকে বাচাই করে করে ষোল (১৬) বছরে আমি এই সংকলন (বুখারী) লিপিবদ্ধ করেছি, আমি একে নিজের এবং **আল্লাহ তায়ালার** মাঝে দলীল বানিয়েছি। (ফতহুল বারীর ভূমিকা, ১০ পৃষ্ঠা) আমি আমার এই কিতাবে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসই সংকলন করেছি এবং যে সকল হাদীস আমি এই ভেবে ছেড়ে দিয়েছি যে, কিতাব অনেক বড় হয়ে যাবে, তা এর চেয়েও বেশি। (নুজহাতুল কারী, ১৩০ পৃষ্ঠা)

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরো অনেক কিতাবও[১] লিপিবদ্ধ করেছেন কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ঐ মহান কৃর্তি, যা শুধুমাত্র জনসাধারণের নিকট মকবুল হয়নি বরং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকেও এটিকে মকবুলিয়্যতের সম্মান দান করা হয়েছে, এভাবে যে, **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটিকে নিজের দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেছেন **"আমার কিতাব"** বলে।

প্রিয় নবী ﷺ এর দরবারে সহীহ বুখারী শরীফের মকবুলিয়্যত

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু যায়িদ মারওয়াযি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি একবার মক্কা শরীফের মকামে ইব্রাহিম এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যখানে

---

১. যেমন; তারিখুল কবীর, তারিখুল আওসাত, তারিখুস সগীর, কিতাবুদ দা'ফা, খলকুল আফআলুল ইবাদ, মুসনাদুল কবীর, কিতাবুল্ অলাল, আদাবুল মুফরাদ ইত্যাদি।

ঘুমাচ্ছিলাম, এমন সময় আমার নসীব জেগে উঠলো এবং স্বপ্নে দেখলাম যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছিলেন: হে আবু যায়িদ! শাফেয়ী কিতাবের দরস কতদিন দিবে, আমার কিতাবের দরস কেন দিচ্ছো না? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গিত! আপনার কিতাব কোনটি? **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: মুহাম্মদ বিন ইসমাইলের সংকলন অর্থাৎ ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কিতাব **"বুখারী শরীফ"**। (বুসতানুল মুহাদ্দীসিন, ২৭৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো একবার! যে কিতাবকে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পছন্দ করেছেন এবং তা নিজের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তবে অনুমান করুন যে, তা পাঠকারী, শ্রবণকারী এর খতমকারীর এর কিরূপ বরকত অর্জিত হবে। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে খতমে বুখারীর কয়েকটি বরকত অবলোকন করি।

খতমে বুখারীর উপকারীতা

(কিছু কিছু) আফিরগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام থেকে বর্ণিত: যদি কোন সমস্যায় সহীহ বুখারী পাঠ করা হয়, তবে সেই সমস্যা সমাধান হয়ে যায় এবং যে নৌকায় সহীহ বুখারী রয়েছে তা ডুববে না। হাফিয ইবনে কাসির رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: খরার সময় **"সহীহ বুখারী"** পাঠ করাতে বৃষ্টি হয়ে যায়। (তাযকিরায়ে মুহাদ্দীসিন, ১৯৮ পৃষ্ঠা) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল আযীয মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কঠোরতার সময়, শত্রুর ভয়, অসুস্থতার কঠোরতা এবং অন্যান্য বালা মুসিবতে এই কিতাব পাঠ করা চিকিৎসার কাজ দেয়, প্রায় এর অভিজ্ঞতা হয়েছে। (বুস্তানুল মুহাদ্দীসিন, ২৭৪ পৃষ্ঠা) হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কোরআন শরীফের পর বিশুদ্ধ কিতাব বুখারী শরীফকেই মানা হয়, বিপদাপদে খতমে বুখারী করা হয়, যার বরকত এবং **আল্লাহ তায়ালার** দয়ায় বিপদাপদ দূর হয়ে যায়। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! রমযানুল মুবারকের পবিত্র মাস তার বকেত ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই মুবারক মাসে আল্লাহ তায়ালার একজন নৈকট্যশীল অলীর জন্মদিনও পালন করা হয়, যাকে দুনিয়া শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নামে চিনে থাকে। আসুন তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে আত্তারের আলোচনা শুনি।

২৬ রমযানুল মুবারক আত্তারের জন্ম উৎসব

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ২৬ রমযানুল মুবারক ১৩৬৯ হিজরী অনুযায়ী ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর বাবুল মদীনা করাচীতে জন্ম গ্রহন করেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাপ-দাদারা ভারতের একটি প্রদেশ গুজরাটে বসবাস করতেন। তাঁর দাদাজান আব্দুর রহিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সুনাম তাঁর এলাকায় প্রসিদ্ধ ছিলো। যখন পাকিস্তার সৃষ্টি হলো তখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পিতা-মাতা হিজরত করে পাকিস্তান চলে আসেন। প্রথমদিকে বাবুল ইসলাম (সিন্ধু প্রদেশ) এর প্রসিদ্ধ শহর হায়দারাবাদে বসবাস করেন। কিছুদিন সেখানে থাকার পর বাবুল মদীনায় (করাচী) চলে আসেন এবং এখানেই বসবাস শুরু করেন।

ইলমে দ্বীনের আগ্রহ

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইলমে দ্বীন অর্জন করার খুবই আগ্রহ ছিলো, এই কারণেই তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যৌবনেই ইলমে দ্বীনের অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে যান। তাঁর ইলমে দ্বীন অর্জনের মাধ্যম হলো কিতাব অধ্যয়ন এবং ওলামায়ে কিরামের সহচর্য অবলম্বন করা। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লাগাতার ২২ বছর মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী ওয়াকারুদ্দিন কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুবারক সহচর্য থেকে ফয়েয অর্জন করতে থাকেন অতঃপর এমন একটি সময় আসলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে নিজের খেলাফত ও ইজাযাত দ্বারাও ধন্য করেন।

আত্তারের দৈনন্দিন ব্যস্ততা

✲ তাঁর জীবন সময়ের নিয়মানুবর্তিতা এবং একনিষ্ঠতার এক অনন্য উদাহরণ, তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লাগাতার জামাআত সহকারে নামায আদায় করতেন, সুন্নাত ও আদবের প্রতি সর্বদা সজাগ থাকতেন। ✲ তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সাধারনত ইস্ত্রি বীহিন সাদা পোষাক ব্যবহার করা পছন্দ করেন, আর মাথায় ছোট সাইজের সাধারণ পাগড়ী বাঁধেন। ✲ তাঁকে মানুষের সংশোধনের ব্যাপারে খুবই সচেষ্ট দেকা যায়। ✲ তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কারো শরয়ী বিরোধী বা সুন্নাত বিরোধী কমকান্ড দেখে চুপ থাকেন না বরং সাথেসাথেই বিনয় ও ভালবাসা পূর্ণভাবে তাকে সংশোধন করে দেন। ✲ এই স্পর্শকাতর যুগে উদাসীনতা এবং সর্ব সাধারনের আগ্রহ শুধুমাত্র দুনিয়াবী শিক্ষার দিকে হওয়ার কারনে এবং দ্বীনি মাসআলা না জানার কারনে চারিদিকে অজ্ঞতা প্রসারিত হচ্ছে, এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে তিনি দিনরাত দ্বীনের খেদমতে লিপ্ত আছেন। এমনকি তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **১৪০১** হিজরী অনুযায়ী **১৯৮১** সালে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রতিষ্ঠা করেন, যার মাদানী বার্তা সারা দুনিয়ার পৌঁছে গেছে এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী** ১০৭টির বেশি বিভাগে দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছে, কোটি কোটি লোক এতে সম্পৃক্ত রয়েছে। ✲ তাঁর মুবারক স্বত্বার সাথে সম্পৃক্ত লোকেদের জীবনে মাদানী পরিবর্তন আসছে, লোকেরা গুনাহ থেকে তাওবা করে নেকীর প্রতি ধাবিত হচ্ছে, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আল্লাহ তায়ালার এই অলীয়ে কমিলের দয়াময় আঁচলে সম্পৃক্ত হয়ে তাঁর প্রদত্ত এই মাদানী উদ্দেশ্যকে পূরণ করতে সচেষ্ট হয়ে যাওয়া যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রমযানুল মুবারকের পর পরই শাওয়ালুল মুকাররমের সুভাগমন ঘটবে। সৌভাগ্যবান মুসলমান এই মাসে ঈদুল ফিতরের পর ছয়টি রোযা রাখার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে এবং এর বরকত পেয়ে থাকে। আসুন! আমরাও ছয় রোযার ফযীলত শ্রবণ করি, যাতে আমাদেরও এই রোযা রাখার এবং এর বরকত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়।

ঈদের পর ছয় রোযার ফযীলত

(১) "যে রমযানের রোযা রাখলো, অতঃপর ছয়দিন শাওয়াল মাসে রাখলো, তবে গুনাহ থেকে এমনিভাবে মুক্ত হয়ে যাবে, যেনো আজই মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হলো।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩/৪২৫, হাদীস নং- ৫১০২)

(২) "যে রমযানের রোযা রাখলো অতঃপর আরো ছয়দিন শাওয়াল মাসে রাখলো, তবে এমন যে, যেনো সারা জীবনের জন্যই রোযা রাখলো।"

(মুসলিম, ৫৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬৪)

(৩) "যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর (শাওয়াল মাসে) ছয়টি রোযা রাখলো, তবে সে যেনো সারা বছর রোযা রাখলো, কেননা যে একটা নেকী করবে সে দশটি নেকী পাবে। **রমযান** মাসের রোযা দশ মাসের সমান এবং এই ছয়দিনের পরিবর্তে দুই মাস, সুতরাং সারা বছরের রোযা হয়ে গেলো।"

(আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, ২/১৬২, হাদীস নং- ২৮৬০,২৮৬১)

খলিলে মিল্লাত হযরত আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ খলিল খান কাদেরী বারাকাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই রোযা ঈদের পর লাগাতার রাখা হলে, তবুও কোন অসুবিধা নেই এবং উত্তম হচ্ছে এই যে, পৃথক পৃথক রাখা অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে ২টি করে রোযা রাখা আর ঈদুল ফিতরের দ্বিতীয় দিন একটি রাখলো আর অবশিষ্ট সারা মাসে মিলিয়ে রাখলো তবে তাও ভালো। (সুন্নী বেহেশতী যে'ওর, ৩৪৭ পৃষ্ঠা) মূলকথা হলো, ঈদুল ফিতরের দিন ছাড়া পুরো মাসে যখন ইচ্ছা ছয় রোযা রাখা যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসে পাক সম্পর্কে মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে হাদীসে পাক সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রথমেই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবন করুন: (১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি দ্বীনি বিষয়ের ব্যাপারে চল্লিশটি (৪০) হাদীস শরীফ মুখস্ত করে আমার উম্মত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে, **আল্লাহ তায়ালা** (কিয়ামতের দিন) তাকে এরূপ শান সহকারে উঠাবেন যে, সে জ্ঞানী হবে এবং আমি কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করবো আর তার

পক্ষে সাক্ষ্য দিবো। (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ইলম, ফসলুস সালিস, ১/৬৮, হাদীস নং-২৫৮) (২) ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ তায়ালা** তাকে সতেজ রাখবে, যে আমার হাদীস শুনে, স্মরন রাখে এবং অপরের নিকট পর্যন্ত পৌঁছাবে। (তিরমিযী, ৪/২৯৮, হাদীস নং-২৬৬৫) ✯ ইসলামে কালামুল্লাহ (অর্থাৎ কোরআন) এর পর কালামে রাসূলাল্লাহ (অর্থাৎ হাদীস) এর মর্যাদা। (মীরাতুল মানাজিহ, ১/২) ✯ প্রত্যেক মানুষের উপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করা ফরয এবং এই আনুগত্য হাদীস ও সুন্নাত না জেনে করা অসম্ভব। (মীরাতুল মানাজিহ, ১/৯) ✯ হাদীস শরীফকে অস্বীকার করার পর কোরআনের প্রতি ঈমানের দাবী করা নিচক বাতিল। (নুজহাতুল কারী, ১/৩২) ✯ যতক্ষণ পর্যন্ত একথা জানা যাবে না যে, এটি আসলেই হাদীসে মুবারক, ততক্ষণ পর্যন্ত তা বর্ণনা করবেন না। (ফয়যানে ফারুকে আযম, ১/৪৫১) ✯ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিশ্চিতভাবে জানবে না, ততক্ষন পর্যন্ত আমার পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকো, যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার দিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তার উচিৎ যে, সে নিজের ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নিলো। (তিরমিযী, কিতাবু তাফসীরিল কোরআন আন রাসূলুল্লাহ, ৪/৪৩৯, হাদীস নং-২৯৬০) ✯ এস এম এস (SMS) এর মাধ্যমে উদ্ধৃতি ছাড়া যেকোন হাদীস ফরওয়ার্ড করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সুন্নী বিশুদ্ধ আকীদা সম্পন্ন মুফতী সাহেব বা কোন আলিমে দ্বীন থেকে সত্যায়ন করে নিবে না।

(ফয়যানে ফারুকে আযম, ২/৪৪০)